খণ্ড ৬, সংখ্যা ৭ | ভাবনগর | জুন ২০১৭
Vol. 6, No. 7 | BHĀBANAGARA | June 2017

কম পরিচিত একটি বাংলা পুথি :
গবেষণার প্রারম্ভিক মন্তব্য

আন্দ্রেই স্লাদকোভ

লেবেদেফ-এর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির খণ্ডাংশ

A Little Known Bengali Manuscript:
Preliminaries for Research

Andrey Sladkov

Abstract

The article features an overview of a slightly known Bengali manuscript of "Vidya-Sundara", second part of *Annadamangal* by Bharatchandra Ray, the great Bengali poet of the 18th century. The manuscript was drawn up by Gerasim Lebedev (1749-1817), Russian adventurer, musician, writer and researcher during his time in Kolkata, India. Being one of the oldest existing manuscripts of "Vidya-Sundara" (composed before 1797) it may contain some portions unknown so far for the researchers. This is, however, to be proven once the comparison with other manuscripts is done.

গেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন একজন রুশ অভিযাত্রী, ভাষাবিদ, অনুবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং লেখক; যাঁকে রাশিয়াতে ভারততত্ত্বের প্রথম পণ্ডিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের মাদ্রাজে পৌঁছান এবং দুই বছর ধরে নানা রকমের সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দেন। পরে কলকাতায় ভারতবর্ষের সংস্কৃতির নানা দিক—বিশেষত বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক নাগরিক মঞ্চের জন্য প্রথম বাংলা নাটকের রচয়িতা ও পরিচালক হিসাবে তিনি কলকাতায় "দ্য বেঙ্গলি থিয়েটার" নামে একটি অভিনয়গৃহ গড়ে তোলেন। এটির মাত্র দুই অনুষ্ঠানে অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী যোগ দেন। ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভারত থেকে চলে যান এবং যুক্তরাজ্য থেকে স্বরচিত বাংলা ব্যাকরণ[১] প্রকাশ করেন। জীবদ্দশায় লেবেদেফ রচিত দুটি মাত্র বই প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশে লেবেদেফ-এর কথা বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে সুবিখ্যাত লেখক হায়াৎ মামুদ রচিত *গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ* শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে।[২] কিন্তু লেবেদেফ-এর বেশির ভাগ পুথি এখনও জনসাধারণের কাছে অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কথা জানেন এবং তাঁর বিখ্যাত আখ্যানকাব্য *অন্নদামঙ্গল*-এর সংস্পর্শে আসেন।

রাশিয়ার একটি সংগ্রহালয়ে লেবেদেফ-এর হাতে লিখিত *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যা ও সুন্দর খণ্ড পুথি খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে সেই পুথির বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

অনেক দিন ধরে ভারততত্ত্ববিদগণের কেউ ভিন্ন-ভিন্ন কারণে এই পুথি নিয়ে কোনো গবেষণাকর্ম শুরু করেন নি। যার কিছু কারণ ছিল, যেমন—লেবেদেফ-এর মৃত্যুর পরে তাঁর সমস্ত লেখালেখি বিভিন্ন ব্যক্তিগত পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হয় ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে লেবেদেফ-এর পুথির কোনো সুবিন্যস্ত পরিচয় তৈরি করা হয়নি এবং তা প্রকাশিতও হয়নি। তাছাড়া, বিশেষজ্ঞদের অভাবে এটি ঠিক করার সুযোগও ছিল না। আর এখন লেবেদেফ-এর সকল পুথি খুঁজে বের করা খুবই কঠিন।

যাহা হউক, বিংশ শতাব্দীতে পুথিটি আবিষ্কার করার পরে এটি রুশ সরকারি ঐতিহাসিক দলিলপত্রের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারে রাখা হয়েছে, এবং এটির উপর গবেষণা করার জন্য নানা ধরনের প্রবেশানুমতি থাকা দরকার ছিল। অবশ্য তা থাকা

রাশিয়ার প্রথম ভারততত্ত্ববিদ, আধুনিক নাগরিক মঞ্চে বাংলানাট্য মঞ্চায়নের কিংবদন্তি উদ্যোক্তা এবং রুশ ভাষায় মধ্যযুগের বাংলাকাব্য অন্নদামঙ্গল-এর অনুবাদক গেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেদেফ

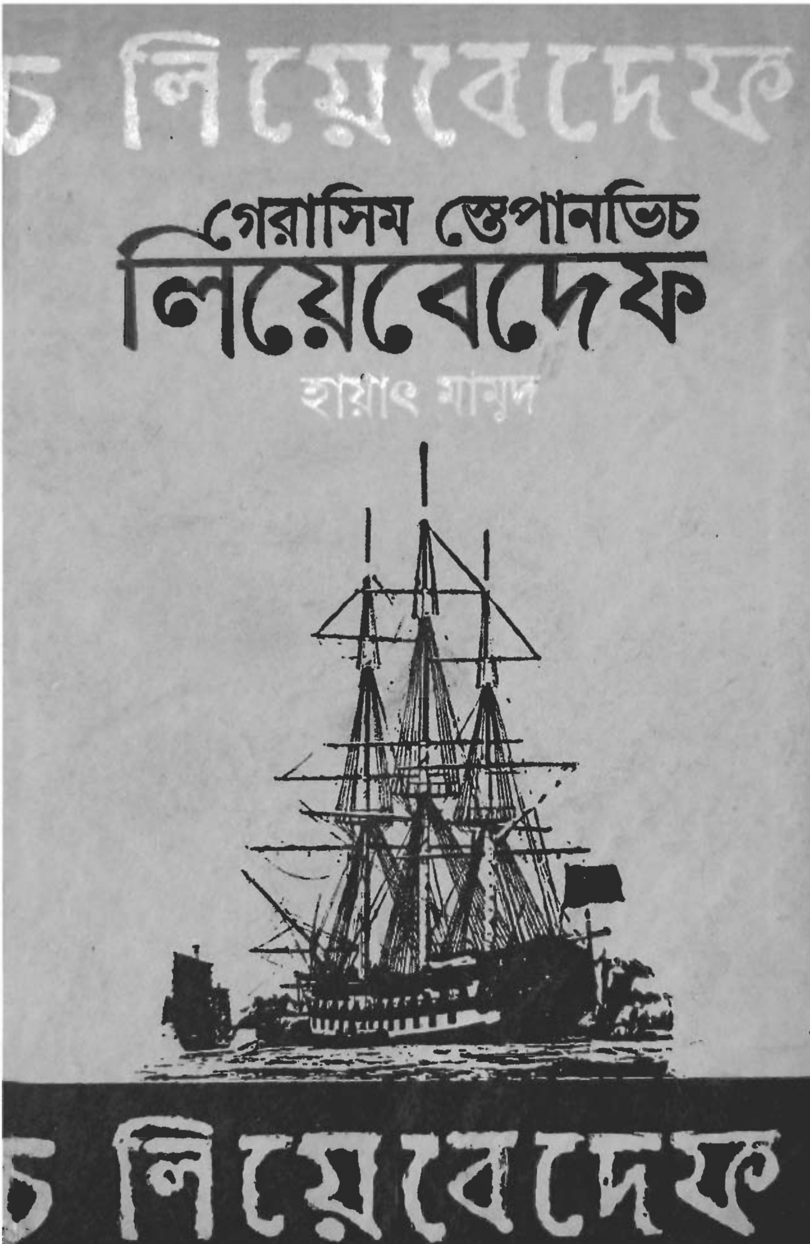

বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত
হায়াৎ মামুদ প্রণীত গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ *শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থের প্রচ্ছদ*

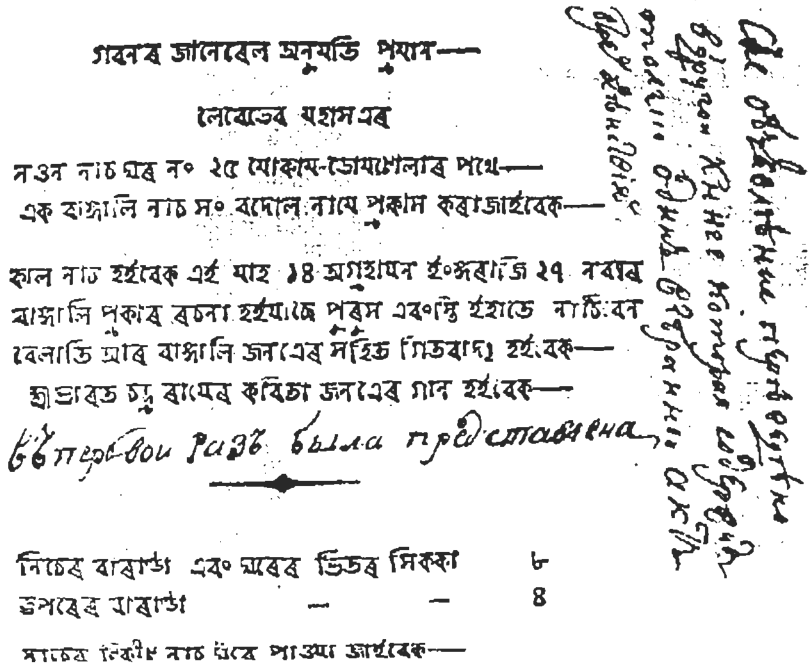
গবনর জানেরেল অনুমতি পুথম—

লেবেডেব মহাসএর

নওন নাচ ঘর নং ২৫ ডোমতোলার পথে—

এক বাঙ্গালি নাচ সং বদোল নামে পুকাস করাজাইবেক—

কাল নাচ হইবেক এই মাহ ১৪ অগ্রহায়ন ইংরাজি ২৭ নবম্বর

বাঙ্গালি পুকার রচনা হইয়াছে পুরস এবংস্ত্রি ইহাতে নাচিবেন

বেলাতি আর বাঙ্গালি জনএর সহিত বাদ্য হইবেক—

শ্রী ভারত চন্দ্র রায়ের কবিতা জনএর গান হইবেক—

въ первой разъ была представлена

নিচের বারান্ডা এবং ঘরের ভিতর সিক্কা ৮

উপরের বারান্ডা — — ৪

সাহেব টিকীট নাচ ঘরে পাওয়া জাইবেক—

গেরেসিম লেবেদেফ কর্তৃক বাংলা নাট্যাভিনয়ের প্রচারপত্র

সত্ত্বেও অনেক বিশেষজ্ঞ পুথিটির পরিচয় অন্বেষণে সক্রিয় ছিলেন। উল্লেখ্য, অধ্যাপক হায়াৎ মামুদের গবেষণাগ্রন্থেও পুথিটি সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে। বছর দশেক আগে লেবেদেফ-এর লিখিত প্রবন্ধ, দলিলপত্র টীকাসহ ঠিকমতো প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয়। প্রকল্পটির আয়তন বিশাল ছিল ও তা বাস্তবায়ন করার জন্য নানা দেশের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ করার কথা ছিল এবং এই আলোকে রাশিয়া ও কলকাতায় গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রকল্পটির মধ্যে কিছু গবেষণাও প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে নতুন আবিষ্কৃত লেবেদেফ-এর কিছু লেখা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

_অন্নদামঙ্গল_ কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১৭৫২-১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বর্ধমানের শাসক কৃষ্ণচন্দ্র রাজার আদেশে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর *অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনা করেন। উল্লেখ্য, কোনো দেবদেবীর প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত বাংলা সাহিত্যের ধরনটি খ্রিষ্টীয় ১৬ শতাব্দীর শেষের দিকে উদ্ভব হয়। এধরনের কাব্যের ভিত্তিতে যে কাহিনী ব্যবহৃত ছিল তা নির্দিষ্ট কোনো দেবদেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে মহিমান্বিত করা ও সারা পৃথিবীতে তার উপাসনা সম্প্রসারণ করার ধারণা প্রচার করা হতো। মঙ্গলকাব্যের ধারায় অন্নদা দেবী কেন্দ্রীভূত হওয়া ছাড়াও চণ্ডী, মনসা ও শীতলা ইত্যাদি দেবীর নামে

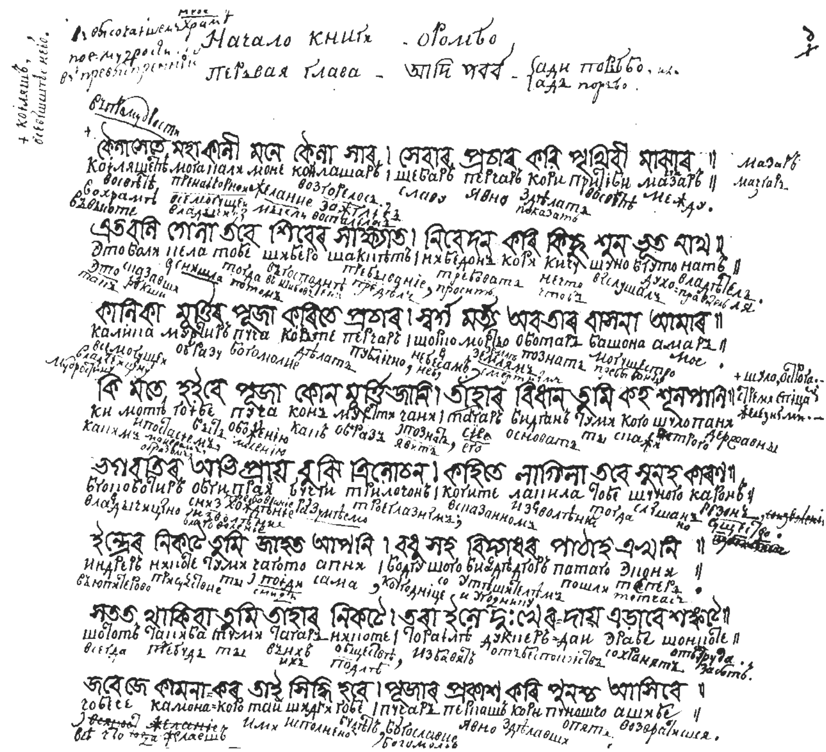
Начало книги
Первая глава – আদি পর্ব

কৈলাসেতে মহাজ্ঞানী মনে কৈলা সার। সেবার প্রচার করি পৃথিবী মাঝার ॥
এতবানি শোনা তবে শিবের সাক্ষাত। নিবেদন করি কিছু শুন ভূত নাথ ॥
কালিকা মূর্ত্তির পূজা করিতে প্রচার। স্বর্গ মর্ত্য অবতার বাসনা আমার ॥
কি মতে হইবে পূজা কোন মূর্ত্তি জানি। তাহার বিধান তুমি কহ শূলপানি ॥
ভগবতীর অভিপ্রায় বুঝি ত্রিলোচন। কহিতে লাগিলা তবে শুনহ কারণ ॥
ইন্দ্রের নিকটে তুমি জাহত আপনি। বধূ সহ বিদ্যাধর পাঠাহ এখানি ॥
সতত থাকিবা তুমি তাহার নিকটে। তবা ইনে দুঃখের দায় এড়াবে শঙ্কটে ॥
জবে জে কামনা কর তাই সিদ্ধি হবে। পূজার প্রকাশ করি পুনস্থ আসিবে ॥

লেবেদেফের হস্তলিখিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠা

মঙ্গলকাব্য প্রচলিত ছিল। সুন্দর নামে এক রাজকুমার ও বিদ্যা নামে বর্ধমান রাজার মেয়ের ভালোবাসার বিষয়বস্তু ভারতচন্দ্র রায় রচিত *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে উপস্থাপিত হয়, যাকে নতুন বলে বিবেচনা করা চলে না। কারণ, তাঁর পূর্বেও এক-দেড় শত বছর আগে এটি কৃষ্ণরাম দাস কর্তৃক বিদ্যা-সুন্দর রচিত হয়েছিল।

ঐতিহ্যসম্মতভাবে পূর্বকালীন মঙ্গলকাব্যের বিন্যাসরূপ ধরে ভারতচন্দ্র রায় রচিত *অন্নদামঙ্গল* কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। কাব্যটির প্রথম খণ্ড-কে ভূমিকা হিসাবে বিবেচনা করতে পারি; এটির মধ্যে উমা, পার্বতী ও কালী অবতাররূপ ধরে অন্নদা দেবীর স্বর্গীয় জীবনযাপনের নানা রকমের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে; শিব দেবের বিবাহ, অন্নপূর্ণা রূপ ধরে দেবীর আবির্ভাব, বারাণসী শহর নির্মাণ, ভবানন্দ নামে কৃষ্ণচন্দ্রের মহাপুরুষের জন্ম বৃত্তান্ত ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। কাব্যটির দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যা ও সুন্দর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত; বিদ্যা হচ্ছে একজন রাজকুমারী, যার অপূর্ব সৌন্দর্য ও জ্ঞান নানা দেশে প্রশংসিত; রাজার সংকল্প অনুযায়ী যে-রাজকুমার বৈজ্ঞানিক তর্ক-বিতর্কের মধ্যে রাজকুমারী বিদ্যা প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে সে-ব্যক্তিই রাজকুমারীর সাথে বিবাহাবদ্ধ হতে পারবে; দুর্ভাগ্যক্রমে সকল বিখ্যাত ও অভিজাত বংশের রাজকুমার

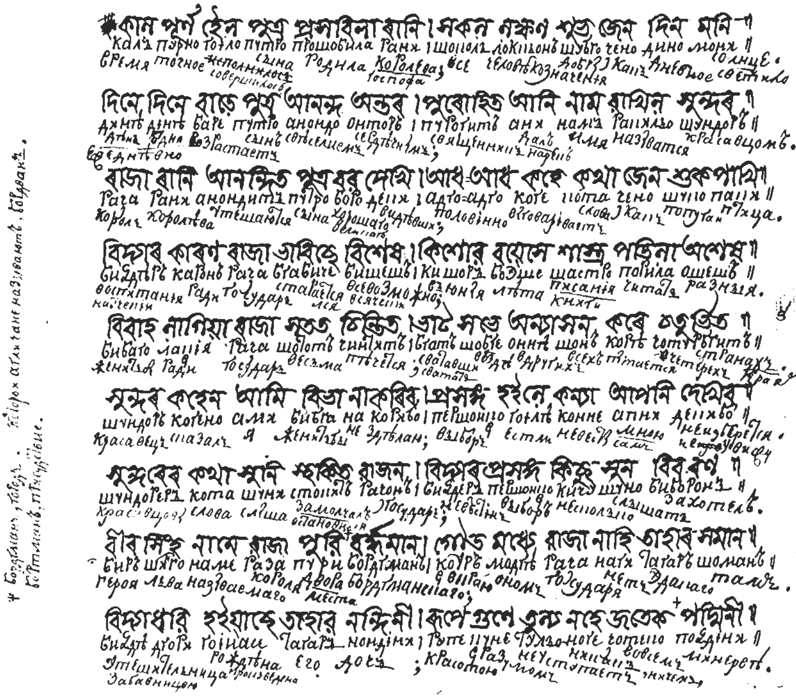

লেবেদেফের হস্তলিপিতে অন্নদামঙ্গল কাব্য

তা করতে পারেনি; শেষপর্যায়ে সুন্দর নামের রাজকুমার তর্ক-বিতর্কের ভেতর বিজয়ী হবার চেষ্টা করে; অবশেষে ভিন্ন-ভিন্ন পরীক্ষা ধাপে ধাপে অতিক্রম করে শেষে সে বিদ্যাকে বিবাহ করার জন্য মনোনীত হয়। কাব্যটির তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে মানসিংহ রাজা ও ভবানন্দের যুদ্ধ; বর্ধমান দিয়ে যশোহরে মানসিংহ রাজার যাত্রা, ভবানন্দের দিল্লি শহরে গিয়ে কারাগারে থাকার এবং অন্নদা দেবীর করুণা দ্বারা কারাগার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

অবশ্যই ভারতচন্দ্র রায়কে প্রকৃত নতুন কবি বলা যেতে পারে। একথার মূলে কিছু যুক্তি আছে। যেমন—কাব্যটির প্রথম খণ্ডের মধ্যে নানা পুরাণ থেকে উদ্ধৃত ঘটনাবলি যত্নের সহকারে বাছাই করে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ শুধু হাস্যোদ্রেককর অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে গানগুলির আরম্ভভাগ ও শেষভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কবির নিজ মন্তব্য একই সাথে সাহিত্যশৈলী সম্পন্ন হয়; তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, যেমন—মানসিংহ রাজা কর্তৃক প্রতাপাদিত্য রাজার গ্রেপ্তার—ভূত ঢুকিয়ে চমৎকার কল্পনাপ্রসুত রূপে অভিব্যক্ত করা হয়েছে। কাব্যটির দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে বিদ্যা ও সুন্দরের ভালোবাসার ক্রমাগতিতে মঙ্গলকাব্য-জাতীয় চরিত্রের ভূমিকা পুনর্বিবেচনা করা হয়। এটি হচ্ছে ভারতচন্দ্র রায়ের আসল গুণ, যার মধ্যে পূর্বকালীন মঙ্গলকাব্য থেকে তাঁর মূল তফাৎ রয়েছে।

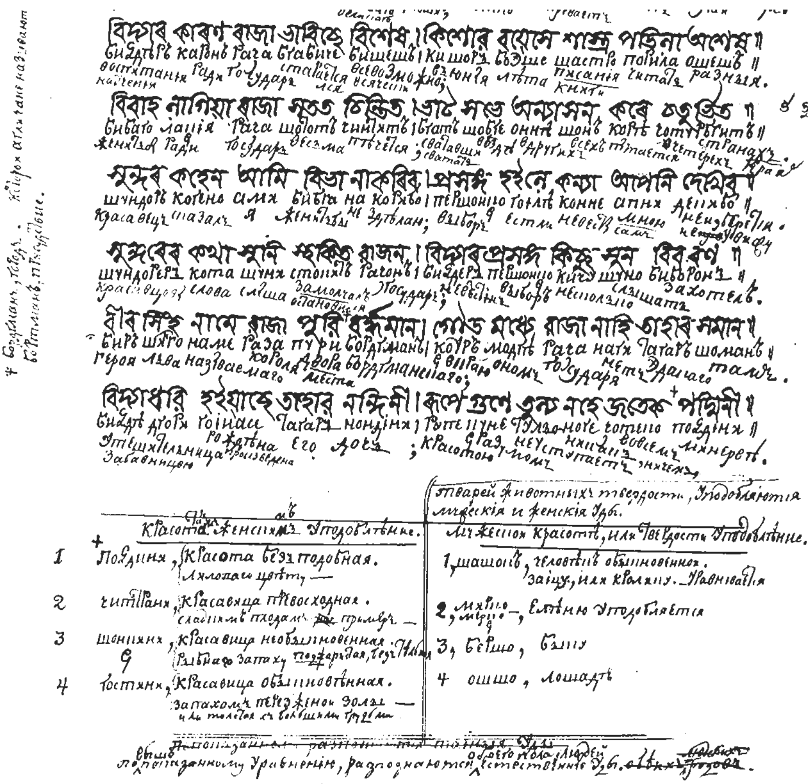
বিদ্যার কারণ রাজা ভাবিছে বিশেষ। কিশোর বয়েসে শাস্ত্র পড়িনা অশেষ॥
বিবাহ নাগিয়া রাজা মহত চিন্তিত। ভাট সঙ্গে অন্যাসন করে চতুর্ভিত॥
সুন্দর কহেন আমি বিভা না করিব। প্রসঙ্গ হইলে কন্যা আপনি দেখিব॥
সুন্দরের কথা শুনি স্তব্ধিত রাজন। বিদ্যার প্রসঙ্গ কিছু শুন বিবরণ॥
বীর সিংহ নামে রাজা পুরী বর্দ্ধমান। গৌড় মধ্যে রাজা নাহি তাহার সমান॥
বিদ্যাধরী হইয়াছে তাহার নন্দিনী। রূপে গুণে তুল্য নাহে জতেক পদ্মিনী॥

লেবেদেফের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, অন্নদামঙ্গল কাব্যের মূল বাংলাপাঠ ও রুশ অনূদিত

পূর্বকালীন মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো দেবদেবীর বশ্যতাপন্ন হতো। ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যা ও সুন্দর আপন কর্মকাণ্ডের মধ্যে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা নিয়েছেন এবং বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবনের মাধ্যমে নানা রকমের বাধা অতিক্রমে তৎপর হয়েছেন। এজন্য উল্লিখিত চরিত্রের বশ্যতাপন্নতা আকারগত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে পারি, অর্থাৎ বর্ণনার সন্ধিক্ষণকালীন মুহূর্তের মধ্যে অপরিবর্তনীয় নির্দিষ্ট রূপধারী কথা ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—কালী নিবেদিয়ে, দুর্গা স্মরি ইত্যাদি। ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক যে ভাষা-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে ঘটনা বর্ণনার উৎকর্ষণ সাধনকারী শৈলী, উপমা ও রূপক অলঙ্কারের সমৃদ্ধ সংকলন, সাহিত্য তেজ আর উজ্জ্বলতা উল্লেখ করতে পারি। এসব গুণাবলীর প্রভাব খ্রিষ্টীয় ১৯ শতাব্দীর অর্ধে লেখা বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য রচনায়ও অভিব্যক্ত করে। পূর্বকালীন মঙ্গলকাব্যের তুলনায় কাব্যটির মধ্যে সক্রিয় কর্মকাণ্ড, হাস্যোদ্রেককর বা কামাত্মক দৃশ্য, জামা-পোশাক পরিবর্তনগত ঘটনা প্রচুর, এমনকি তা জীবিত মানুষ সম্মত আর কিছু ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থক হয়ে জবাব-মন্তব্য বিনিময় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

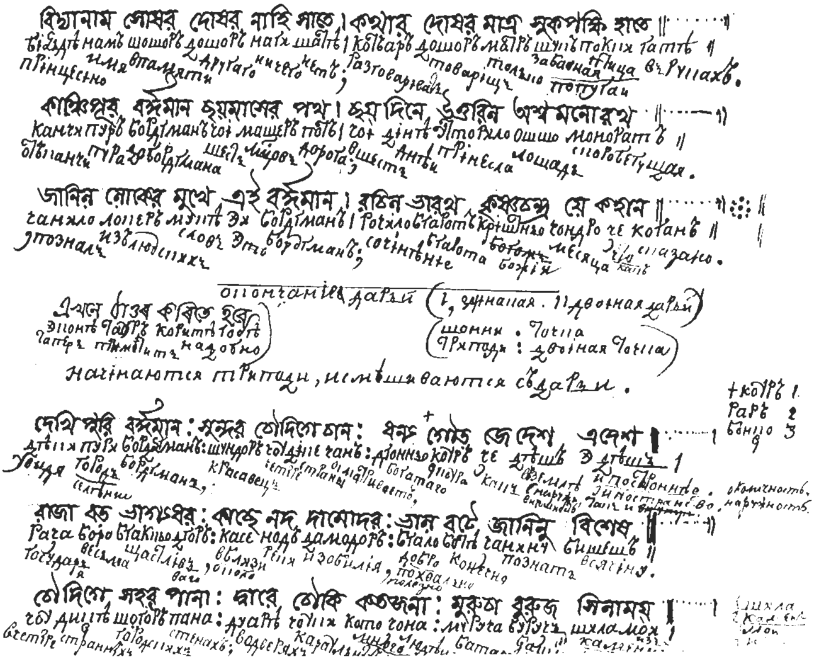

মূল বাংলা পাঠ এবং রুশ অনুবাদে অন্নদামঙ্গল কাব্যের লেবেদেফের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি

উল্লিখিত কারণের আলোকে তা হতে পারে যে, খ্রিষ্টীয় ১৮-১৯ শতাব্দীর মধ্যে প্রেমভিত্তিক এই বিষয়বস্তু যাত্রা নামে লোক-অভিনয় রূপে প্রচলিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, বিদ্যা-সুন্দর যাত্রা অনুষ্ঠান উদ্ভব হবার আগে এধরনের অভিনয়ের মধ্যে শুধু দেবদেবী মুখ্যপাত্র হিসাবে পরিবেশন করা হতো। পক্ষান্তরে বিদ্যা-সুন্দর ভিত্তিক যাত্রায় মুখ্য পাত্র হিসাবে মানুষ থাকা সত্ত্বেও সারা বাঙ্গালা দেশে এটি বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের অনুমান[৩] অনুযায়ী, খালি কলকাতায় বিদ্যা-সুন্দর বিষয় কেন্দ্রীভুত ৪৭টি যাত্রাদল রয়েছে। যাত্রার সম্পর্কে লেবেদেফ-এর পরিচয়ের কোনো প্রমাণ না থাকলেও আমাদের ধারণা যাত্রার বিদ্যা-সুন্দরের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডপূর্ণ ও প্রেমাত্মক বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়েই লেবেদেফ তাঁর অভিনয়গৃহে অনুষ্ঠিত জোড্রেল[৪] রচিত "দ্য ডিসগাইজ" নামের পরিবেশনার মধ্যে এটির কিছু ক্ষুদ্রাংশ অন্তর্ভুক্ত করেন, শুধু তাই নয়, অধিকন্তু কাব্যটির অনুবাদকর্মের চেষ্টা করেন।

পুথিটির পরিচয়

উপরোল্লিখিত সংরক্ষণাগারে রাখা ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে চিহ্নিত পুথিটি হলো বাঁধাই করা বড় মাপের খাতা—শিরোনাম, উপক্রমণিকা ও উৎসর্গপত্রসহ ১৬৯ পৃষ্ঠাভুক্ত। এটির মধ্যে ৮ পৃষ্ঠা পূর্ণ রুশ থেকে বাংলা শব্দ তালিকা আর নানা ধরনের চিহ্ন-সংকেত ও ব্যাখ্যাবদ্ধ, আরও অতিরিক্ত ২ পৃষ্ঠায় লেবেদেফ-এর হাতেলেখা নানা রকমের মন্তব্য রয়েছে;

তাছাড়া ১ পৃষ্ঠা করে শিরোনাম, উৎসর্গ ও উপক্রমণিকা রয়েছে। পাণ্ডুলিপির অনুবাদ অংশে মূল বাংলা পাঠের প্রতিটি পঙ্ক্তির সাথে মিলিয়ে রুশ হরফে লেখা বাংলা উচ্চারণ প্রতিলিপি ও তার নিচে দুই পঙ্ক্তিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রুশ অনুবাদ বিন্যস্ত রয়েছে।

প্রথম পাতায় লিখিত উৎসর্গবাণী আলেকজান্দার দ্য ফার্স্ট[৫] সম্রাটের জন্য উদ্দিষ্ট, যাঁকে ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। এ কারণে মনে করা হচ্ছে উৎসর্গপাতাটি পুথিটির কাজ সম্পন্নের পর সংযোজন করা হয়েছে। উপক্রমণিকার মধ্যে পাঠটি পড়ার জন্য লেখকের মতে যে প্রয়োজনীয় শব্দ জানা দরকার তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে। এগুলো হলো—কৈলাস পর্বত, শিব, ভূতনাথ, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দেব এবং দাঁড়ি চিহ্ন। তাছাড়া 'দণ্ডবৎ হওয়া'র মানে মাটির উপরে উপুড় করে ফেলা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পুথিটির উপরোক্ত রুশ-বাংলা শব্দতালিকাও আগ্রহযোগ্য। অভিধানরূপে বিন্যাস করা—এটির মধ্যে শুধু আলাদা শব্দ অন্তর্ভুক্ত—তা নয়, পরন্তু কয়েকটি শব্দ মিলিয়ে একার্থবোধক সমষ্টি বা উপবাক্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ—"আকাশ গর্জন করছে" বা "সমস্ত বিষয় দূর করেছে"। "৪র্থ মাসের জন্য", "এসব কথার অর্থ খোঁজ নেওয়া দরকার" ইত্যাদি মন্তব্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যায়—লেবেদেফ এই পুথি নিয়ে পুনঃপুনঃ গবেষণাকর্ম করতেন। উক্ত শব্দ তালিকার এক পৃষ্ঠা আলাদা ভাবে পুথিটির মধ্যে বাঁধাই করা। এটির মধ্যে প্রায় সমস্ত

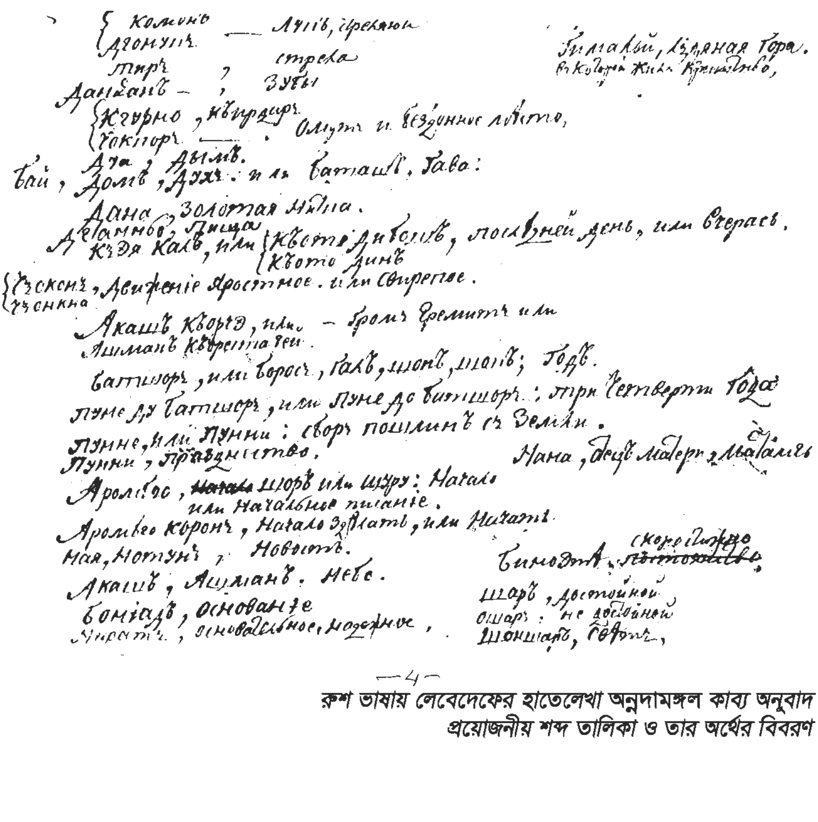

রুশ ভাষায় লেবেদেফের হাতেলেখা অন্নদামঙ্গল কাব্য অনুবাদ
প্রয়োজনীয় শব্দ তালিকা ও তার অর্থের বিবরণ

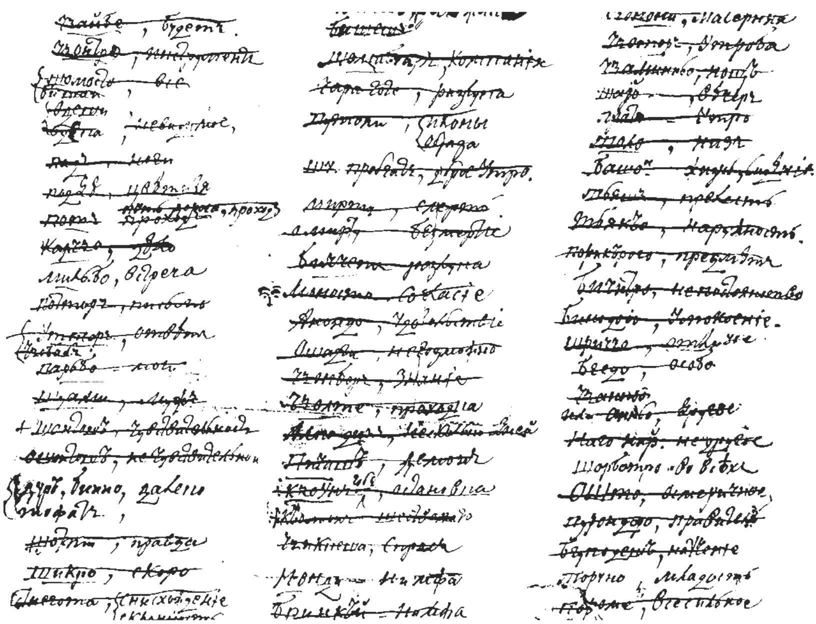

লেবেদেফ বাংলা শিক্ষার উপায় হিসেবে অন্নদামঙ্গল কাব্যের শব্দ তালিকা প্রণয়ন করেন রুশ ভাষায় প্রতিটি শব্দের লিখন ও কর্তন বেশ আগ্রহ উদ্দীপক

শব্দ লিখে কেটে দেওয়া। আমাদের মতে, লেবেদেফ বাংলা ভাষা শেখার জন্য লক্ষ্যে বিদ্যা-সুন্দর অন্যতম উপায় হিসাবে ব্যবহার করতেন।

সারা পুথিটির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে লেবেদেফ-এর হাতেলেখা যে মন্তব্য পাওয়া যায়—তা বিশ্লেষণ করে আন্দাজ করতে পারি—লেখক দীর্ঘ সময় ধরে তা নিয়ে কাজ করছিলেন। উদাহরণস্বরূপ—

শুনি আনন্দিত রাজা কহিল তাহারে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পড়াহ বিদ্যারে।
আজ্ঞা পাইয়া বিপ্রবর বিদ্যারে পড়ায় ব্যাকরণাদি কাব্য সঙ্গীত নির্ণয়।

উক্ত দুই পঙ্‌ক্তির পাশে পাতাটির প্রান্তিক অংশে [ফাঁকা মার্জিনে] লেবেদেফ-এর হাতেলেখা মন্তব্য রয়েছে—"এসব কথা ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে লণ্ডনে আমার প্রকাশিত ব্যাকরণগ্রন্থে শিরোনামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি" । আরেকটি ক্ষেত্রে "এ কি মনোহর পরম সুন্দর নাগর বকুলমূলে মোহনিয়া ছাঁদে চাঁদ পড়ে ফাঁদে রতিপতি মন চলে" পঙ্‌ক্তি দুটির ক্ষেত্রে লেবেদেফ-এর হাতে লেখা মন্তব্য হলো—"কলকাতায় অবস্থিত আমার অভিনয়গৃহে এ কথায় সুর বসাইয়ে বাদ্যযন্ত্র সহকারে গায়কদল কর্তৃক প্রথম ও দ্বিতীয় নাট্যাভিনয়ের মধ্যে শোনানো হয়েছে"।

পুথিটির সমস্ত পাঠের মাধ্যমে লেবেদেফ-এর গবেষণাকর্ম প্রয়াস প্রতিফলিত হয়। অনুবাদপূর্ণ পঙ্‌ক্তির সাথে ও পাতার খালি প্রান্তে লেবেদেফ-এর বাংলা উচ্চারণ সবচেয়ে উপযুক্ত অক্ষর দিয়ে রুশ ভাষায় অভিব্যক্ত করার চেষ্টা লিপিবদ্ধ। অধিকন্তু মূল

অনুবাদ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের অর্থ ঠিকমতো বোঝানোর উদ্দেশ্যে রুশ প্রতিশব্দও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্পষ্ট লক্ষ করতে পারি, পুথিটির গবেষণাকর্ম শেষ করা হয়নি। কারণ, কিছু ক্ষেত্রে বাংলা উচ্চারণের রুশ শব্দ পাওয়া যায় না এবং শেষের তিন পাতার রুশ অনুবাদও নাই। পুথিটির ছন্দের অথবা অধ্যায়ের পরিবর্তন পাতার ফাঁকা প্রান্তের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—"এখানে ত্রিপদী ছন্দ শুরু"। পুথিটির শেষভাগের ছোট দুই পাতা আলাদা বলে বিবেচনা করতে পারি। এর একটি পাতায় লেবেদেফ কর্তৃক রুশ পদ্যভাষায় বিদ্যা-সুন্দরের একটি ক্ষুদ্রাংশের অনুবাদসহ

GRAMMAR

OF THE

PURE AND MIXED EAST INDIAN DIALECTS,

WITH DIALOGUES AFFIXED,

SPOKEN IN ALL THE EASTERN COUNTRIES,

Methodically arranged at Calcutta, according to the Brahmenian System,

OF THE

SHAMSCRIT LANGUAGE.

COMPREHENDING

LITERAL EXPLANATIONS OF THE COMPOUND WORDS, AND CIRCUMLOCUTORY PHRASES,

NECESSARY FOR THE ATTAINMENT OF THE IDIOM OF THAT LANGUAGE, &c.

Calculated for the Use of Europeans.

With remarks on the errors in former grammars and dialogues of the Mixed Dialects called Moorish or Moors, written by different Europeans; together with a recitation of the assertions of SIR WILLIAM JONES, respecting the Shamscrit Alphabet; and several specimens of Oriental Poetry, published in the Asiatic Researches.

Shoono anondit, Roja kohila tahare; beia-koron adie shastro poraho Beddere.
Agge poe beprobor, beddere poray; beia-koron adie kabbeo shongito nirnoy.
Joitish, tipponic, tica, koteco percar; alpo cale bohoo shoshtre hoilo odhicar.
Chitro korie ak-shloc lekelec pate; nijo poriechoy deia tooilo tohate.

BEDDE SHOONDOR, VOL. I. SHRIE CHONDRO RIY.

BY HERASIM LEBEDEFF.

London:

PRINTED BY J. SKIRVEN, RATCLIFF-HIGHWAY;
FOR, AND SOLD BY THE AUTHOR, NO. 3, WARWICK-PLACE, BEDFORD-ROW; AND BY MR. DEBRETT,
BOOKSELLER, PICCADILLY.

1801.

লেবেদেফ প্রণীত ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ব্যাকরণ গ্রন্থের আখ্যাপত্র

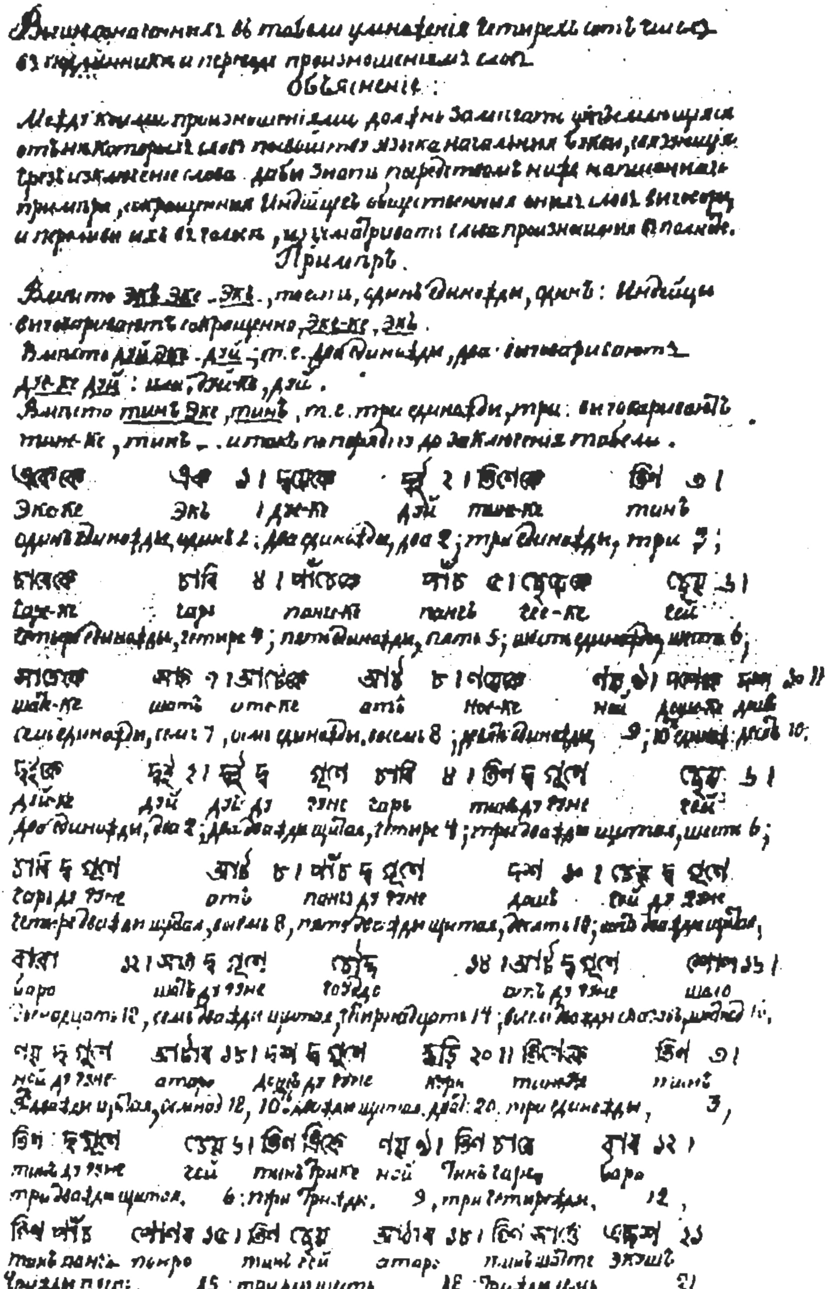
Объясненіе :

Примѣръ.

একেকে এক ১। দুয়েকে দুই ২। তিনেকে তিন ৩।

চারেকে চারি ৪। পাঁচেকে পাঁচ ৫। ছয়েকে ছয় ৬।

সাতেকে সাত ৭। আটেকে আট ৮। নয়েকে নয় ৯। দশেকে দশ ১০॥

দুইয়েকে দুই ২। দুই দু গুণে চারি ৪। তিন দু গুণে ছয় ৬।

চারি দু গুণে আট ৮। পাঁচ দু গুণে দশ ১০। ছয় দু গুণে

বারো ১২। সাত দু গুণে চৌদ্দ ১৪। আট দু গুণে ষোল ১৬।

নয় দু গুণে আঠার ১৮। দশ দু গুণে কুড়ি ২০॥ তিনেকে তিন ৩।

তিন দু গুণে ছয় ৬। তিন তিনে নয় ৯। তিন চারে বার ১২।

তিন পাঁচ পোনের ১৫। তিন ছয় আঠার ১৮। তিন সাতে একুশ ২১

বাংলা গণিত শিক্ষার সংখ্যার ঐতিহ্য লেবেদেফ-এর হস্তলিপিতে গ্রথিত

বিদ্যাসুন্দরের সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচি প্রদত্ত হয়েছে। কী কী কাজ শেষ করা হয়েছে এবং কী কী বাকি আছে—তা দ্বিতীয় ছোট পাতায় উপস্থাপিত হয়েছে। পুথিটির মধ্যে লেবেদেফ যে টীকা ও মন্তব্য ঢুকিয়ে দিলেন তা নানা ধরনের হয়ে থাকলেও ভারত-সংস্কৃতির কাছে লেখকের প্রগাঢ় আগ্রহ লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ—পুরুষ ও মেয়ে সৌন্দর্যের নানা ধরন, অর্থাৎ চারটে মেয়ের—১. হস্তিনী (সাধারণ, পোড়া ছাই গন্ধাবতী মেয়ে); ২. শঙ্খিনী (পিঙ্গল চামড়াপন্ন মাছ গন্ধাবতী মেয়ে); ৩. চিত্রণী (মিষ্টি ফল গন্ধাবতী মেয়ে); ৪. পদ্মিনী (পদ্ম রঙ্গের চামড়াপন্ন উত্তম সুন্দরী) এবং চারটে পুরুষের—১. শশক (সাধারণ পুরুষ); ২. মৃগ, ৩. বৃষ; ৪. অশ্ব। তাছাড়া শিব দেবের শূল বলতে কী বুঝায়, লঙ্কা বলতে দশ মাথা ও বিশ হাতাপন্ন রাবণের বাসা, দাড়িম্ব ও শাড়ির অর্থ বোঝানো হয়েছে। "ভারত-বাসিন্দাদের ৪টের বদলে ৬টা বছরের ঋতু আছে"—এই টীকাও লেবেদেফের হস্তলিখিত পুথিটির একটি স্থানে পাওয়া যায়। এছাড়া, 'সুর করার যোগ্য' কিছু অংশ এবং লিখিত 'ছন্দ' নামের কাছে বিশেষ সংকেত চিহ্নিত দেখা যায়।

যেহেতু ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক তাঁর কাব্যটি রচনা করার পর আলোচিত পুথি লেখার পর্যন্ত ৪০খানেক বছর পার হয়—এই পুথি বিদ্যা-সুন্দরের অনুলিপির মধ্যে অন্যতম হয়ে যায়। আপাতত আমাদের লক্ষ হলো পুথিটির পরিপূর্ণ পাঠ অনুবাদ করে টীকাসহ প্রকাশ করা। এজন্য অন্যান্য পুথির সঙ্গে তা তুলনা করে দেখা দরকার। আমাদের জানামতে, বর্তমানে প্রায় এক শত বিদ্যা-সুন্দরের পুথি বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। কলকাতার সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী সন চিহ্নিত বিদ্যা-সুন্দরের পুথির মধ্যে ৪টে প্রাচীনতম উল্লেখ করতে পারি, যথা—১. রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গ্রন্থাগারে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথি (নং ২৪৬, ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ, অসম্পূর্ণ, নিধিরাম কবিরত্ন লিখিত); ২. রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গ্রন্থাগারের আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথি (নং ২৪৮, ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ, অসম্পূর্ণ),

প্রাবন্ধিক আন্দ্রেই স্লাদকোভ (মাঝে)-এর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী (বামে) এবং ভাবনগরের হাসান দবির উদ্দিন (বামে)

৩. রংপুরের সাহিত্য পরিষদে রাখা পুথি (নং ১১৩, ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দ, অপূর্ণ), ৪. ঢাকার সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহে রাখা পুথি (নং ১৩২, ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ, অসম্পূর্ণ)। আরেকটি পুথি যা বিবেচনা করা সমীচীন হইতেও পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহালয়ে রাখা হয়েছে, এটির কল নং হলো ৫৩৯১, ১১৪২ বাংলা সন (১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) চিহ্নিত সম্পূর্ণ পুথি। যেহেতু ভারতচন্দ্র রায় লিখিত *অন্নদামঙ্গল* কাব্য ১৭৫২-১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দ চিহ্নিত হয়, অনুমান করতে পারি—উক্ত সাল ভুল লেখা হয়েছে।

এগুলো হলো ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দ (যে সালে লেবেদেফ ভারত থেকে যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে নৌযাত্রায় রওনা দেন) পূর্বকালীন সন চিহ্নিত বিদ্যা-সুন্দরের পুথি। মনে হচ্ছে আলোচিত লেখা উপরোক্ত পুথির সঙ্গে তুলনা করে বিদ্যা-সুন্দরের অপরিচিত আরেকটি অনুলিপি পাওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, পুথিটির কয়েকটি পৃষ্ঠা প্রকাশিত *অন্নদামঙ্গল* কাব্য সংস্করণের[৬] মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, বিশেষত আরম্ভভাগের মধ্যে। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আগমন নামে কাহিনি লেবেদেফ-এর লেখায় না থাকলেও এর পরিবর্তে অন্য একটি গল্প প্রাপ্ত হয়। কালী দেবী তাঁর উপাসনা বিশ্বপ্রচার করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে কী কী ব্যবস্থা নেন, কাঞ্চীপুর রাজার কাছে সুন্দর নামে কুমার রূপে ইন্দ্র দেবাবতারের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং কাঞ্চীপুর রাজা সুন্দরকে বিদ্যা নামে রাজকুমারীর সম্পর্কে কী কী জানান ইত্যাদি এই গল্পের মধ্যে বিবৃত করা হয়েছে।

লেবেদেফ-এর উল্লিখিত পুথি বিদ্যা-সুন্দর পাণ্ডুলিপির সাথে অন্যান্য পাণ্ডুলিপির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে যে সকল নতুন তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে—আমাদের বিশ্বাস, তার উপর নির্ভর করেই রুশ ভাষায় লেবেদেফের বিদ্যা-সুন্দর অংশের অনুবাদ-সম্পাদনা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভব হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. Lebedeff, Herasim. *Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects with Dialogues Affixed Spoken in all the Eastern Countries.* London, 1801

২. হায়াৎ মামুদ, *গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, কলকাতা: কলকাতা বুকহাউস, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ

৪. Jodrell, Richard Paul (1745-1831). *The Disguise.* London, 1787

৫. Alexander I (1777-1825), *Emperor of Russia reigned from 23 March 1801 to 1 December 1825*

৬. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদক), শ্রীরামকমল সিংহ (প্রকাশক), *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই নিবন্ধসহ আমার গবেষণামূলক সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য আমার গুরু রাশিয়ার সেন্ত-পিটেরসবুরগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর এলেনা ব্রসালিনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। তাঁর অমূল্য অবদানের মাধ্যমে এই লেখারও উদ্ভব হয়।